স্ব-প্রণোদিত তথ্য প্রকাশ নির্দেশিকা, ২০২০

শিশু কল্যাণ ট্রাস্ট
প্রাথমিক ও গণশিক্ষা মন্ত্রণালয়
প্রাথমিক শিক্ষা অধিদপ্তর ভবন
মিরপুর-২, ঢাকা-১২১৬
ওয়েব-সাইট: www.skt.gov.bd

ডিসম্বের, ২০২০

সূচিপত্র:

১. তথ্য অধিকার আইন-২০০৯ অনুসারে শিশু কল্যাণ ট্রাস্টের ভূমিকা

১.১ তথ্যের শিরোনাম

২. তথ্য সংগ্রহ ও সংরক্ষণ

৩. তথ্য প্রদানের পদ্ধতি

৪. দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তা

৫. আপীল কর্তৃপক্ষ এবং আপীল পদ্ধতি

৬. পরিশিষ্ট: "ক" স্ব-প্রনোদিত তথ্যের তালিকা

১. তথ্য অধিকার আইন -২০০৯ অনুসারে শিশু কল্যাণ ট্রাস্টের ভূমিকা:

মাননীয় প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা বলেন বাংলাদেশকে জাতির পিতার কাংখিত সোনার বাংলায় রুপান্তরের উদ্দেশ্যে প্রাথমিক শিক্ষা হবে মূল ভিত্তি। দেশে শিক্ষিত, দক্ষ এবং অধুনিক ধ্যান ধারণায় উপযুক্ত জনবল তৈরির জন্য মানসম্মত প্রাথমিক শিক্ষা এখন সময়ের দাবি। দেশের সমগ্র শিক্ষা ব্যবস্থার মূল ভিত্তি হিসেবে প্রাথমিক শিক্ষার উন্নয়ন এবং সুষ্ঠু ব্যবস্থাপনা অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। এ বিবেচনায় শিক্ষাক্ষেত্রে সমাজের সুবিধা বঞ্চিত দরিদ্র জনগোষ্ঠির জন্য বিগত ০২/০৭/১৯৮৯খ্রিঃ তারিখে মহামান্য রাষ্ট্রপতির আদেশক্রমে পথকলি ট্রাস্ট প্রতিষ্ঠিত হয় এবং পরবর্তীতে ১৯৯২ সালে শিশু কল্যাণ ট্রাস্ট নামকরণ করা হয়। মানব সম্পদ উন্নয়ন সূচকে বাংলাদেশ বিগত বছরগুলোয় ধাপে ধাপে উন্নীত হওয়ার অগ্রযাত্রায় প্রাথমিক ও গণশিক্ষা মন্ত্রণালয়ের আওতাধীন শিশু কল্যাণ ট্রাস্ট বিশেষ অবদান রাখছে।

১.১ তথ্যের শিরোনাম: স্ব-প্রনোদিত তথ্য প্রকাশ নির্দেশিকা-২০২০ নামে অভিহিত হবে।

২. তথ্য সংগ্রহ ও সংরক্ষণ পদ্ধতি:

তথ্য অধিকার আইন-২০০৯ এর অধীন নাগরিকদের তথ্য প্রাপ্তির অধিকার নিশ্চিত করার লক্ষ্যে প্রাথমিক ও গণশিক্ষা মন্ত্রণালয় প্রয়োজনীয় তথ্যসমূহ সংগ্রহপূর্বক তা যথাযথভাবে নিম্নরূপ সংরক্ষণ করবে;

স্ব-প্রণোদিত তথ্যসহ অন্যান্য সকল তথ্য (যা প্রকাশে আইনগত বাধা নাই) শিশু কল্যাণ ট্রাস্টের অয়েব-সাইটে থাকবে;

৩. তথ্য প্রদান পদ্ধতি:

(ক) দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তা মূদ্রিত অনুলিপি, ফটোকপি, নোট, ইলেকট্রনিক ফরমেট বা প্রিন্ট-আউট পদ্ধতিতে তথ্য সরবরাহ করবেন;

খ) বিশেষ চাহিদাসম্পন্ন ব্যক্তিকে দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তা তথ্য লাভে সহায়তা করবেন।

৪. দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তা:

তথ্য অধিকার আইন বাস্তবায়নের জন্য শিশু কল্যাণ ট্রাস্ট, প্রাথমিক ও গণশিক্ষা মন্ত্রণালয় তথ্য অবমূক্তকরণ নীতিমালা ২০১৯ মোতাবেক তথ্য সরবরাহের লক্ষ্যে দাপ্তরিক টেলিফোন নম্বরসহ ঠিকানা অফিস আদেশের মাধ্যমে ওয়েবসাইটে প্রকাশ করবে।

৫. আপীল কর্তৃপক্ষ ও আপীল পদ্ধতি:

কোন ব্যক্তি যদি নির্দিষ্ট সময়সীমার মধ্যে তথ্য না পান কিংবা দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তার কোন সিদ্ধান্তে সংক্ষুবদ্ধ হন তাহলে তিনি উক্ত সময় সীমা অতিক্রম হওয়ার পর বা সিদ্ধান্ত পাওয়ার পরবর্তী ৩০ দিনের মধ্যে আপীল কর্তৃপক্ষের নিকট আপীল করতে পারবেন।

- ❖ আপীল আবেদনে আপীলের কারণ উল্লেখপূর্বক সাদা কাগজে বা তথ্য অধিকার (তথ্য সংক্রান্ত) বিধিমালা ২০০৯ এ সংযুক্ত "ফরম গ" এ আবেদন করা যাবে।

- ❖ সংশ্লিষ্ট আপীল কর্তৃপক্ষ আবেদন প্রাপ্তির পরবর্তী ১৫ দিনের মধ্যে আপীল নিষ্পত্তি করবে।

৬. শিশু কল্যাণ ট্রাস্টের স্ব-প্রণোদিত তথ্যের তালিকা:

- শিশু কল্যাণ ট্রাস্ট গঠনের গ্যাজেট;
- শিশু কল্যাণ ট্রাস্টের সাংগঠনিক কাঠামো;
- শিশু কল্যাণ ট্রাস্টের চাকুরি ও ছুটি বিধিমালা;
- শিশু কল্যাণ ট্রাস্টের প্রবিধানমালা;
- শিশু কল্যাণ ট্রাস্টের কার্যাবলী;
- শিশু কল্যাণ ট্রাস্টের প্রকাশিত প্রতিবেদন;
- শিশু কল্যাণ ট্রাস্ট সংশ্লিষ্ট ফরম;
- শিশু কল্যাণ ট্রাস্টের বার্ষিক প্রতিবেদন;
- শিশু কল্যাণ ট্রাস্টের কর্মকর্তা-কর্মচারির নাম ও যোগাযোগের ঠিকানা;
- দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তার নাম, পদবী, ঠিকানা এবং প্রযোজ্য ক্ষেত্রে ফোন, ফ্যাক্স ও ই-মেইল ঠিকানা;
- তথ্য অধিকার সংক্রান্ত তথ্যাদি;
- শিশু কল্যাণ ট্রাস্টের সিটিজেন চার্টার।